Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

রবিবার the ৩১ day of **জুলাই , ২০২২**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৪০১৩ /২০১৩

উৎপল সরকার Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১৮/০৯/২০১৯ খ্রিঃ, ১৯/১০/২০২০ খ্রিঃ, ০৫/০৭/২০২২ খ্রিঃ; ২৪/০৭/২০২২ ।

In presence of

জনাব পরিমল চন্দ্র বসাক ----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, বিজ্ঞ ভি.পি কৌসুলি (জি.পি)
--------- Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা একটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

চট্টগ্রাম জেলার **পটিয়া** থানাধীন **কথা** মৌজার 'ক' তফসিল সংক্রান্ত অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকায় ৯৭৬ নং ক্রমিক অর্ন্তভুক্ত তফসিলী সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন যথাক্রমে রমেশ চন্দ্র, রাম জীবন প্রকাশ রামকৃষ্ণ, মাগন চন্দ্র, শশীকুমার মহেন্দ্র লাল ও নগেন্দ্র লাল। নগেন্দ্র লাল সরকার ০৪ পুত্র যথা মুকুন্দ লাল সরকার, প্রমোদ সরকার, পরিমল সরকার, দ্বিজেন্দ্র লাল সরকারকে ওয়ারীশ রেখে মারা যান। প্রমোদ সরকার পুত্র উৎপল সরকার তথা প্রার্থীকে ওয়ারীশ রেখে মারা যান।

অপর আর এস রেকর্ডী রামজীবন সরকার প্রকাশ রামকৃষ্ণ সরকার মরনে দুই পুত্র যতীন্দ্র বিকাশ সরকার ও নিরঞ্জন সরকার ওয়ারীশ থাকে। উক্ত যতীন্দ্র বিকাশ সরকার ও নিরঞ্জন সরকার তাদের সমুদয় স্বত্ব জেঠাতো ভ্রাতা নগেন্দ্রের পুত্র প্রমোদ

সরকার বরাবর ত্যাগ পূর্বক ১৯৬০ সনের পূর্বে ভারতবাসী হন। প্রমোদ সরকার উক্ত সম্পত্তি ভোগদখলে থাকাবস্থায় মারা গেলে প্রার্থীক মৌরশী স্বত্বে স্বত্ববান ও ভোগদখলকার হন। এমতাবস্থায় প্রার্থীক উক্ত নালিশী সম্পত্তির অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী।

অত্র মামলার ১-৫ নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ২৭৬/৭৭-৭৮ মূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভুমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থী নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।
প্রার্থীগণ তাদের প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রার্থীপক্ষ তাহাদের মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **উৎপল সরকার (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন এবং যেসকল দালিলিক প্রমান আদালতে দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী- ১- ৪ সিরিজ ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **রণকান্তি সুশীল (Op.W.1)** কে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।
উৎপল সরকার (Pt.W.1) এবং **রণকান্তি সুশীল** (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

প্রথমেই আমি প্রার্থীপক্ষে উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্যাদি আলোচনা করিব। প্রার্থীপক্ষে Pt.W.1 হিসাবে প্রার্থী সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি যে জবানবন্দি প্রদান করেন তা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত আমি পর্যালোচনা করেছি। এই সাক্ষী তার জবানবন্দিতে আরজির বক্তব্য হুবহু জবানবন্দিতে তুলে ধরেন।

Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। নালিশী মৌজার আর এস ১২৯৩ ও বি এস- ৭৯১নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী -১ সিরিজ
২। ওয়ারীশ সনদপত্রের মূল কপি ০৪ ফর্দ	প্রদর্শনী -২ সিরিজ
৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি	প্রদর্শনী ৩
৪। গেজেটের ফটোকপি	প্রদর্শনী-৪

Pt.W.1 তার জেরায় বলেন যে, গেজেটের ১৭৬ নং ক্রমিকের সম্পত্তির জন্য মামলা করেছেন। আর এস রেকর্ডী মালিক ছিলেন রমেশ সরকার গং। তার বাবা প্রমোদ সরকার। আর এস দাগ ৬০৬। নালিশী জমি বর্তমানে ধানী জমি। আর এস

দাগ ভেঙ্গে ৩ টা দাগ হয় বি এস ৮০৩, ৮০৪, ৮০৫। তিনি নালিশী সম্পত্তি ফেরত পাবেন না মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষে **Op.W.1** হিসাবে পটিয়া থানার খরনা ইউনিয়ন ভুমি অফিসের ইউনিয়ন ভুমি সহকারী কর্মকর্তা তার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি ১-৫ নং সরকার প্রতিপক্ষে জবানবন্দি প্রদান করছেন। তিনি বলেন যে নালিশী ভুমির আর এস রেকর্ডী মালিক ও তাদের ওয়ারীশগণ পাক ভারত যুদ্ধের সময় ভারত চলে যাওয়ায় উক্ত সম্পত্তি ক তফসিল সম্পত্তি হিসাবে গেজেটে প্রকাশিত হয়। কথা মৌজার ৯৭৬ নং ক্রমিক অন্তর্ভূক্ত হয়। সরকার ২৭৬/৭৭-৭৮ নং ভি.পি নথিমূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা ইজারা দেয়। নালিশী ভুমি সরকারী সম্পত্তি । প্রার্থীপক্ষ তা ফেরত পাবে না। প্রতিপক্ষে দাখিলী মামলা পরিচালনা করার ক্ষমতাপত্র **(প্রদর্শনী- ক)** হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

Op.W.1 তার জেরাতে বলেন যে, দূর্গাচরনের তিন পুত্র যথা রমেশ চন্দ্র, রামজীবন ও রাম কুমার সরকার ছিল। রাম কুমার মরনে দুই পুত্র মহেন্দ্র ও নগেন্দ্র লাল সরকার থাকে কিনা তার জানা নাই। আর এস খতিয়ান মহেশ চন্দ্র গং দের নামে প্রচারিত আছে। রামজীবন মরনে যতীন্দ্র ও নিরঞ্জন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। নগেন্দ্র লাল মরনে ৪ পুত্র শুখেন্দু, প্রমোদ, পরিমল ও দ্বীজেন্দ্র ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। প্রমোদ মরনে প্রার্থী কিনা তার জানা নাই। নিরঞ্জন সরকারের সম্পত্তি অর্পিত হয়। নিরঞ্জন সরকার প্রার্থীকে বাবার কাকা এবং প্রার্থীকের পিতামহ। নালিশী জমি মূলত পুকুর তবে বর্তমানে নাল ভুমি। সত্য নয় যে, প্রার্থীক মৌরশী সূত্রে নালিশী ভুমিতে ভোগদখলে আছেন। সত্য নয় যে নালিশী ভুমি সরকারের দখলে নয়, প্রার্থীকের দখলে আছে।

উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম।

প্রদর্শনী- ১ পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী আর এস ১২৯৩ নং খতিয়ানভুক্ত ৬০৬ নং দাগের সম্পূর্ণ ৯৯ শতক ভুমির মালিক ছিলেন দূর্গাচরণ সরকারের পুত্র ১) **রমেশচন্দ্র ও ২) রাম জীবন,** কেবল কৃষ্ণ সরকারের পুত্র **৩) মাগন চন্দ্র ও ৪) শশী কুমার** এবং রাম কুমার সরকারের পুত্র **৫) মহেন্দ্র লাল ও ৬) নগেন্দ্র লাল**। তাদের নাম শুদ্ধরুপে আর এস খতিয়ানে প্রচার আছে। প্রদর্শনী-২, ওয়ারীশ সনদপত্র হতে প্রতীয়মান হয় যে, **রমেশ চন্দ্র, রাম জীবন** এবং মহেন্দ্র লাল ও নগেন্দ্র লাল এর পিতা **রাম কুমার** পরস্পর সহোদর ভ্রাতা। তাদের পিতা দূর্গাচরণ সরকার।

প্রার্থীপক্ষের দাখিলীয় ওয়ারীশ সনদপত্র প্রদর্শনী-১(খ) পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আর এস রেকর্ডী নগেন্দ্র লাল এর ০৪ পুত্র ছিল যথা মুকুন্দ লাল সরকার, প্রমোদ রঞ্জন সরকার ও দ্বীজেন্দ্র লাল সরকার ও পরিমল সরকার। প্রার্থীক প্রমোদ রঞ্জন সরকারের পুত্র হয়। প্রদশনী-১(ক) বি.এস-৭৯১ নং খতিয়ান হতে দেখা যায়, আর এস রেকর্ডী নগেন্দ্রের পুত্রগণ ও অপর এক পুত্রের ওয়ারীশের নামে বি.এস খতিয়ান প্রচারিত হয়। প্রদর্শনী-১(ক) হতে আরো প্রতীয়মান হয় যে, অপর আর এস রেকর্ডী জীবন কৃষ্ণ সরকারের দুই পুত্র যথা যতীন্দ্র বিকাশ সরকার ও নিরঞ্জন সরকার। তাদের নামও উক্ত বি এস খতিয়ানে শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়। উক্ত বি এস খতিয়ান ও প্রকাশিত গেজেট প্রদ-৪ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, জীবন কৃষ্ণ সরকারের পুত্র নিরঞ্জন সরকার কে ভারতবাসী দেখানো হয়েছে এবং তাহার সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়।

প্রার্থীপক্ষ ভারতবাসী নিরঞ্জন ও তাহার ভ্রাতা তাদের স্বত্বীয় ভুমি নগেন্দ্রের পুত্র প্রমোদ বরাবর অর্পন করিয়াছে মর্মে দাবি করলেও তৎসমর্থনে কোন দালিলিক প্রমান দেখাতে পারেননি। প্রার্থীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি মৌরশী সূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার হন মর্মে দাবি করেছেন। প্রদর্শনী-২ হতে স্পষ্ঠ প্রতীয়মান আর এস রেকর্ডী **রমেশ চন্দ্র, রাম জীবন** এবং মহেন্দ্র লাল ও নগেন্দ্র লাল এর পিতা **রাম কুমার** পরস্পর সহোদর ভ্রাতা। প্রদশর্নী-১(ক) হতে আরো প্রতীয়মান হয় যে, রমেশ চন্দ্রের এক পুত্র নির্মল চন্দ্র সরকার হয়। এদিকে রাম জীবন ও জীবন কৃষ্ণের দুই পুত্র ছিল নিরঞ্জন ও যতীন্দ্র। উক্ত নিরঞ্জন

ভারতবাসীহন এবং তার সম্পত্তি অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মহেন্দ্র এবং নগেন্দ্রে এবং ভারতবাসী নিরঞ্জন পরস্পর কাকাতো ভ্রাতা হয়।

প্রার্থীপক্ষের দাবিমতে, নিরঞ্জন ও তার ভ্রাতা যতীন্দ্র বিকাশ সরকার ১৯৬০ সনের পূর্বেই ভারতবাসী হয়। প্রতিপক্ষ সরকার এ বিষয়টি অস্বীকার করেননি। যতীন্দ্র বিকাশ চন্দ্রের কোন ওয়ারীশ বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে বা বাংলাদেশে অবস্থান করছেন মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ভারতবাসী নিরঞ্জনের কাকাতো ভ্রাতা মহেন্দ্রে ও নগেন্দ্রের মধ্যে শুধুমাত্র নগেন্দ্রের এক পুত্রের-পুত্র আবেদনকারী হলেও নগেন্দ্রের অপর পুত্র বা তার ওয়ারীশগণ আবেদন করেননি। এছাড়া মহেন্দ্রের ওয়ারীশগণ কিংবা নিরঞ্জনের অপর কাকা রমেশের নির্মল চন্দ্র সরকারের ওয়ারীশগণও অত্র মামলায় আবেদনাকারী হিসাবে আসেননি।

নিরঞ্জনের সম্পত্তিতে মহেন্দ্রে বা তার ওয়ারীশগণ এবং নগেন্দ্রের পুত্রগণ অর্থাত আবেদনকারীর পিতা ও কাকাগন যেমন ওয়ারীশ হিসাবে দাবিদার তেমনি নিরঞ্জনের অপর কাকাতো ভ্রাতা (রমেশের পুত্র) নির্মল চন্দ্র সরকার বা তার ওয়ারীশগণও উত্তরাধিকারী হিসাবে দাবিদার। **প্রার্থীর দরখাস্তে উক্ত কাকাতো ভ্রাতা (রমেশের পুত্র) নির্মল চন্দ্র সরকার জীবিত কি মৃত বা তার কোন ওয়ারীশ বিদ্যমান আছে কিনা তদবিষয়ে বিস্তারিত কোন ব্যাখ্যা নেই।**

যুক্তিতর্ক শুনানিকালে প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, নালিশী সম্পত্তিতে প্রার্থীকগন ভি.পি মালিক এর সম্পত্তিতে উত্তারাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার ও মূল মালিকের স্বার্থাধিকার হিসাবে এবং নালিশী সম্পত্তির প্রকৃত দখলে থাকায় প্রার্থীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ *এর ২(ড)* ধারা মতে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আদেশ পাওয়ার হকদার মালিক অর্থ-

"যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী,

বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী,

বা **তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে এমন সহ-অংশীদার** যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহন বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন----"

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভি.পি সম্পত্তির মালিক বি এস রেকর্ডী নিরঞ্জন সরকার ভারতবাসী হলেও তার কাকাতো ভ্রাতা নির্মল চন্দ্র সরকার ও মহেন্দ্র লাল ও নগেন্দ্র লাল বাংলাদেশেই অবস্থান করেন। স্পষ্ঠভাবে প্রতীয়মান যে, ভারতবাসী নিরঞ্জনের উক্ত নগেন্দ্র, মহেন্দ্র ও নির্মল চন্দ্র সরকার এর ওয়ারীশগন ব্যাতিরেকে এদেশে বসবাসকারী আর কোন ওয়ারীশ বিদ্যমান নাই। ফলে নালিশী ১৭ শতক সম্পত্তিতে নিরঞ্জনের এদেশে বসবাসকারী উক্ত ওয়ারীশ নির্মল চন্দ্র সরকার ।।. (আট আনা) ও মহেন্দ্রে ।. (চার আনা) ও নগেন্দ্র ।. (চার আনা) অংশ উত্তরাধিকারসূত্রে দাবিদার মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত হিসাব অনুসারে, প্রার্থীক ও তাহার অপর তিন কাকা মুকন্দ, পরিমল ও দ্বীজেন কিংবা তাদের অনুপস্থিতিতে তৎ ওয়ারীশগণ তাদের পূর্ববর্তী নগেন্দ্র চন্দ্র সরকার এর প্রাপ্ত ।. (চার আনা) অংশে ৪.২৫ শতক ভুমি প্রাপ্য হবেন। এছাড়া মহেন্দ্র বা তৎ ওয়ারীশগণও ।. (চার আনা) অংশে ৪.২৫ শতক ভুমি প্রাপ্য হবেন। অবশিষ্ট ৮.৫০ শতক সম্পত্তি নির্মল চন্দ্র সরকার বা তার অনুপস্থিতিতে তৎ ওয়ারীশগণ পাবার অধিকারী।

সার্বিক বিবেচনায়, তফসিল বর্নিত নালিশী সম্পত্তির মধ্যে ৪.২৫ শতক সম্পত্তি প্রার্থীক ও তাহার অপর তিন কাকা মুকুন্দ লাল সরকার, দ্বীজেন্দ্র লাল সরকার ও পরিমল সরকার কিংবা তাদের অনুপস্থিতিতে তৎ ওয়ারীশগণ এবং ৪.২৫ শতক ভুমি মহেন্দ্র লাল বা তার অনুপস্থিতিতে পরবর্তী ওয়ারীশগণ এবং অবশিষ্ট ৮.৫০ শতক সম্পত্তি নির্মল চন্দ্র সরকার বা তার অনুপস্থিতিতে তৎ ওয়ারীশগণ বরাবরে অবমুক্ত হতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশহয় যে,

অত্র মামলা ১-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনাখরচায় আংশিক মঞ্জুর করা হল।

নালিশী তফসিল বর্নিত আর এস ১২৯৩ নং খতিয়ানের ৬০৬ নং দাগ তৎসামিল বি এস ৭৯১ নং খতিয়ানভুক্ত বি এস ৮০৩, ৮০৪ ও ৮০৫ নং দাগভুক্ত ১৭ শতক সম্পত্তির মধ্যে ৪.২৫ শতক সম্পত্তি প্রার্থীক ও তাহার অপর তিন কাকা মুকুন্দ লাল সরকার, দ্বীজেন্দ্র লাল সরকার ও পরিমল সরকার কিংবা তাদের অনুপস্থিতিতে তৎ ওয়ারীশগণ এবং ৪.২৫ শতক ভুমি মহেন্দ্র লাল বা তার অনুপস্থিতিতে পরবর্তী ওয়ারীশগণ এবং অবশিষ্ট ৮.৫০ শতক সম্পত্তি নির্মল চন্দ্র সরকার বা তার অনুপস্থিতিতে তৎ ওয়ারীশগণ বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৫ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

১-৫ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল,
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল,
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।